যুগান্তর

তারিখ 23 MAY 2015
পৃষ্ঠা ২ কলাম ২

প্রাথমিকের গ্রীষ্মকালীন ছুটি সমন্বয় নিয়ে অসন্তোষ

যুগান্তর রিপোর্ট

সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের গ্রীষ্মকালীন ছুটি পুনর্নির্ধারণ করা হয়েছে। আগামীকাল চার দিনের এই ছুটি শুরু হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু গত হরতাল-অবরোধের ক্ষয়ক্ষতি পুষিয়ে নিতে এখন এ ছুটি দেয়া হচ্ছে না। এ ছুটি পবিত্র রমজানের ছুটির সঙ্গে সমন্বয় করা হয়েছে। ফলে ইতিপূর্বে রমজানের যে ক'দিন ছুটি নির্ধারিত ছিল, তার সঙ্গে গ্রীষ্মকালীন ছুটি যোগ হবে।

বিষয়টি নিশ্চিত করে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব সন্তোষ কুমার অধিকারী বলেন, বছরের শুরুর দিকে প্রায় তিন মাসের রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে শিক্ষার ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। ক্ষতি পোষাতে গ্রীষ্মকালীন ছুটি পুনর্নির্ধারণ করা হয়েছে। এখনকার ছুটি শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা ভোগ করবে রমজানের এক মাসের ছুটির সঙ্গে। তিনি বলেন, এখন গ্রীষ্মকালীন ছুটি। আবার ১৫ দিন পর ছুটি। ঘনঘন এত ছুটি পড়াশোনার জন্য ক্ষতিকর। এ ক্ষতি যাতে না হয় সেজন্য এ পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। শেষ মুহূর্তে এভাবে আকস্মিক ছুটি বাতিল ও পুনর্নির্ধারণের ঘটনায় শিক্ষকদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দিয়েছে। দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে শিক্ষকরা জানিয়েছেন, তারা এ ছুটিকে সামনে রেখে বিভিন্ন পরিকল্পনা করেছিলেন। কিন্তু কার্যত ছুটি শুরুর দিন এভাবে ঘোষণা আসায় তাদের সব পরিকল্পনা ভেস্তে গেছে। শিক্ষার্থীরা এ ছুটিতে দাদা-নানাসহ স্বজনদের বাড়িতে বেড়াতে যায়। তাদের সেই পরিকল্পনাও নষ্ট হয়ে গেছে। ২০ মে রাতে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় ছুটির সময় পুনর্নির্ধারণ করে নতুন আদেশ জারি করেছে। এতে বলা হয়, 'বর্ষপঞ্জিতে উল্লিখিত প্রাথমিকের গ্রীষ্মকালীন চার দিনের ছুটি (২৪ থেকে ২৭ মে পর্যন্ত) পবিত্র রমজানের ছুটির সঙ্গে সংযোগ করা হয়েছে।' এর ফলে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে রমজান উপলক্ষে ছুটি ১৫ জুন শুরু হয়ে ২৩ জুলাই শেষ হবে। বর্ষপঞ্জি অনুযায়ী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ২৮ জুন থেকে রমজানের ছুটি শুরু হওয়ার কথা ছিল।

ছুটি সমন্বয়ের এ সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করেছে প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক সমাজ নামে একটি শিক্ষক সংগঠন। তারা গ্রীষ্মের ছুটি আগের মতো ১৫ দিন বহাল রাখা এবং এবারের নির্ধারিত ছুটি সমন্বয়ের সিদ্ধান্ত বাতিলের আহ্বান জানিয়েছেন।

উল্লেখ্য, গত বছর পর্যন্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গ্রীষ্মকালীন ছুটি ছিল ১৫ দিন। এবার তা কমিয়ে ৪ দিন করা হয়। আবার গ্রীষ্মকালীন ছুটি কাগজে-কলমে ৪ দিন হলেও শিক্ষার্থীরা মূলত তা ৬ দিন ভোগ করতে পারত। কেননা বৃহস্পতিবার স্কুল শেষে ২৭ মে ছুটির শেষ দিন পর্যন্ত ভোগ করতে পারত।